নির্ভুল ভোটার আইডি করতে কত সময় লাগবে?

আহসান মোহাম্মদ

ভোটার আইডি কার্ডের প্রয়োজনীয়তা অনেকদিন থেকেই আলোচিত হয়ে আসছে। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে এক যুগেরও বেশী আগে তৎকালীন সরকার একটি প্রকল্প হাতে নেয়। সে প্রকল্প সফল হয়নি এবং তার পরের সরকারসমূহও আর এ বিষয়ে উদ্যোগ নেয় নি। অথচ, ভোটার আইডি কার্ডের কাজটি ভালোভাবে করা হলে জাতীয় আইডি বা নাগরিক আইডি কার্ড তৈরীর কাজও অনেক দূর এগিয়ে যেতো। বাংলাদেশে পনের কোটি জনগণের মধ্যে নয় কোটিরও বেশী ভোটার। ফলে সকল ভোটারের জন্য আইডি কার্ড দেয়া হলে তার অর্থ হবে সকল প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিক ও জনগণের প্রায় ৭০ শতাংশের জন্য আইডি কার্ড হয়ে যাওয়া। এর সাথে পরবর্তীতে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধীকরণকে যুক্ত করা গেলে জাতীয় আইডি কার্ডের কাজটিও অনেকাংশে সম্পন্ন হয়ে যাবে। প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের জন্য আইডি কার্ড দেয়ার ব্যবস্থা করা গেলে তা শুধু নির্বাচনে ভুয়া ভোট রোধ করা ও একে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও হানাহানি পরিহার করাতেই সাহায্য করবে না, বরং অপরাধ দমন, কর আদায়, জঙ্গী দমন, কালো টাকার বিস্তার রোধ ইত্যাদিতেও সহায়তা করবে। তবে বর্তমানে ভোটার আইডি কার্ড করার উদ্যোগটি নেয়া হবে কিনা, তাতে এখন মূল বিবেচ্য দাড়িয়েছে এ কাজে কত সময় প্রয়োজন সে বিষয়টি। কেউ বলছেন এক বছর লাগবে আবার কেউ বলছেন মাত্র চার মাসে কাজটি করে ফেলা সম্ভব। তত্বাবধায়ক সরকার ভোটার আইডি কার্ড তৈরীতে যথেষ্ট আগ্রহী বলেই মনে হচ্ছে। আবার উপদেষ্টাদের কেউ কেউ বলছেন যে সময়াভাবে ভোটার আইডি কার্ড না করা গেলে ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়ণের বিষয়টিও তাঁরা বিবেচনা করতে পারেন। নির্ভুল ভোটার আইডি কার্ড করতে কত সময় লাগতে পারে সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ব্যতীত এ কাজে হাত দিলে তা নির্বাচনকে অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিয়ে জাতিকে গভীর সংকটে নিপতিত করতে পারে।

সকল প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের জন্য ভোটার আইডি কার্ড তৈরীতে যে সকল ধাপসমূহ পার করতে হবে সেগুলি বিশ্লেষণ করলে এ কাজের জন্য কত সময় প্রয়োজন সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে। নীচে ধাপগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলোঃ

১. প্রথমতঃ সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগকে (এ ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়কে) একটি প্রকল্প দলিল প্রস্তুত করে তা পরিকল্পনা কমিশনে পেশ করতে হবে। পরিকল্পনা কমিশন আইএমইডি সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিভাগের মতামত নিয়ে প্রকল্প প্রস্তাবটি একনেকে পেশ করবে। একনেকের অনুমোদন পাওয়ার পরই কেবল প্রকল্পের কাজ শুরু হবে। এ প্রক্রিয়ায় সাধারণতঃ কয়েক মাস সময় লেগে যায়। তবে সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে উদ্যোগ নেয়া হলে তুলনামূলক কম সময়ের মধ্যে প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হতে পারে। কিন্তু কম করে হলেও এক মাস সময় এখানে লেগে যাবে। মনে রাখা দরকার যে বর্তমান তত্বাবধায়ক সরকার এখনও পর্যন্ত খুব একটা করিৎকর্মতার প্রমাণ দিতে পারে নি। জাতির উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিতে প্রধান উপদেষ্টা দশ দিন লাগিয়ে দিয়েছেন।

২. নির্বাচন কমিশন তার নিজের লোকবল দিয়ে কাজটি করতে পারবে না। কোন এক বা একাধিক বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে এ কাজের দায়িত্ব দিতে হবে। সে জন্য সরকারী ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণ করে

দরপত্র আহবান করতে হবে। তবে তার পূর্বে টেন্ডার ডকুমেন্ট তৈরী করতে হবে। দরপত্র আহবান করার পর নূন্যতম ৪৫ দিন সময় দিতে হবে দরপত্র জমা দেবার জন্য। এর পর রয়েছে দরপত্র বাছাই ও কার্যাদেশ দেয়ার বিষয়টি। সব মিলিয়ে এ ধাপে তিন-চার মাস লেগে যাবে।

৩. যে প্রতিষ্ঠান ভোটার আইডি তৈরীর কাজ পাবে, সেও শুধু তার নিজ জনবল ও যন্ত্রপাতি দিয়ে কাজটি সম্পন্ন করতে পারবে না। যদি একজন তথ্য সংগ্রহকারী দিনে একশত ভোটারের তথ্য সংগ্রহ করতে পারে তাহলে এক মাস সময়ের মধ্যে দশ কোটি ভোটারের তথ্য সংগ্রহ করার জন্য ৪০,০০০ তথ্য সংগ্রহকারী প্রয়োজন হবে। কোন প্রতিষ্ঠানের এত বিপুল সংখ্যক কর্মী পূর্ণ সময় কাজ করার জন্য মজুত থাকার কথা নয়। ফলে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে কর্মী নিয়োগ করেত হবে এবং কাজটি সুচারু রূপে সম্পন্ন করার জন্য তাদেরকে প্রশিক্ষণও দিতে হবে। এতো বিপুল সংখ্যক কর্মী বাহিনীকে ব্যবস্থাপনা ও তাদের কাজের মধ্যে সমন্বয়ের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ ধরণের কাজের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কর্মী পাওয়া যেমন দুষ্কর তেমনি দক্ষ কর্মী পাওয়ার সম্ভাবনাও কম। কেননা, একেতো বেকার ও অদক্ষ কর্মীরাই এ ধরণের কাজে আগ্রহী হবে, তার উপর এখানে বেতনের পরিমানও বেশী হবে না। সংগৃহীত তথ্য ও ছবি সংরক্ষণের জন্য ডেটাবেজ তৈরী ও তাতে ডেটা এন্ট্রির জন্যও লোক নিয়োগ করতে হবে। এটি হবে একটি বড় আকারের ডেটাবেজ এবং এর জন্য যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা সম্পন্ন তথ্য প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ প্রয়োজন। বাংলাদেশে এ ধরণের তথ্য প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের অভাব না থাকলেও তাদেরকে নিয়োগ করতে সময় প্রয়োজন হতে পারে। কার্যাদেশ পাবার পর কর্মী নিয়োগ, অফিস ও যন্ত্রপাতি সেট-আপ, প্রশিক্ষণ ইত্যাদিতে ৫-৬ সপ্তাহ সময় ব্যয় হতে পারে।

৪. এর পর তথ্য ও ছবি সংগ্রহকারীরা তথ্য সংগ্রহের কাজে নেমে পড়বে। তারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করে তা সহজেই সংশ্লিষ্ট ফরমে লিখে নিয়ে আসতে পারবে। কিন্তু এভাবে ছবি সংগ্রহ করা যাবে না। ছবি সংগ্রহের কাজটিতে ভুলত্রুটি হবার সম্ভাবনা রয়েছে সব থেকে বেশী। মূলতঃ এ কাজটি সঠিকভাবে করতে না পারার কারণে পূর্বের ভোটার তালিকা প্রকল্প ব্যর্থ হয়। দেখা গেছে এক ব্যক্তির কার্ডে অন্য ব্যক্তির ছবি মূদ্রিত হয়েছে, এমনকি পুরুষ ভোটারের কার্ডে নারীর ছবি কিংবা তার উল্টোটাও অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে। ছবির বিষয়টি নিয়ে এতো জটিলতা সৃষ্টি হয় যে শেষ পর্যন্ত নির্বাচন কমিশন বাধ্য হয় ঘোষণা করতে যে ভোটার আইডি কার্ড ছাড়াও ভোট দেয়া যাবে। নামের বানান কিংবা পিতা বা স্বামীর নাম ভুল হলেও ভোট দেয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে কিন্তু অন্যের ছবিওয়ালা আইডি কার্ড নিয়ে কিভাবে ভোট দেয়ার অনুমতি দেয়া হবে?

ছবি সংগ্রহের জন্য ভোটারদের নিকট গিয়ে তাদের ছবি তুলে আনতে হবে। শহরের কিছু নাগরিক তাদের ছবি ফরমের সাথে জমা দিতে পারলেও দেশের অধিকাংশ নাগরিক তা পারবে না। বিগত ভোটার আইডি কার্ড প্রকল্পেও ছবি তোলার জন্য প্রকল্প থেকে উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। ভোটারদেরকে পাড়া-মহল্লাভিত্তিক কোন এক স্থানে সমবেত করে ছবি তোলার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এ বারও এ ধরণের ব্যবস্থার বিকল্প থাকবে বলে মনে হয় না। এভাবে ছবি তোলা ও তা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বেশ কিছু সমস্যা হয়ে থাকে। অল্প সময়ে অনেক বেশী ছবি তোলার কারণে যথেষ্ট পরিমাণে যত্নশীল না হলে ছবির সাথে তার মালিকের নাম মিলিয়ে রাখা কষ্টকর হয়ে পড়ে। নারী ভোটারকে বাড়ীর বাইরে এনে ছবি তোলা ক্ষেত্র বিশেষে কষ্টসাধ্য হতে পারে এবং তাতে অতিরিক্ত সময় ব্যয় হতে পারে। ডিজিটাল ক্যামেরা ব্যবহার করা হলে ছবি তুলে তা প্রিন্ট করে আবার স্ক্যান করার বিষয়টি থাকবে না। তবে অভিজ্ঞ ফটোগ্রাফার ছাড়া অন্য কাউকে এ কাজে নিয়োগ করলে বিপত্তি বাধতে পারে। এখানে মনে রাখতে হবে

যে কাজটি এক-দুই জন বা একশত-দুইশত জনের নয়, এখানে দশ কোটি মানুষের ছবি নিতে হবে এবং তাতে অর্ধ লক্ষের মত কর্মীকে নিয়োগ করতে হবে। তাদের সকলে যেন নূন্যতম দক্ষ হয় সে বিষয়টি নিশ্চিত করা যথেষ্ট দুরুহ। এ সকল কারণে প্রথম দফায় তথ্য ও ছবি সংগ্রহের জন্য পাঁচ-ছয় মাস সময় লেগে যেতে পারে। মনে রাখা প্রয়োজন যে ছবির কারণে অনেক ক্ষেত্রে একই ভোটারের কাছে কয়েকবার যেতে হতে পরে। শুধু তথ্য সংগ্রহ করতে হলে ভোটারের দেখা না পাওয়া গেলেও হয়। কিন্তু ভোটারের সাক্ষাৎ ছাড়া ছবি পাওয়া যাবে না।

৫. প্রথম দফা তথ্য সংগ্রহের পর একটি খসড়া তালিকা মূদ্রণ করতে হবে এবং তা নিয়ে ভোটারের কাছে যেতে হবে। এই মূদ্রণের কাজটি স্থানীয় ভাবে হতে পারে। তথ্য ও ছবি ডেটাবেজে এন্ট্রি করে কম্পিউটার থেকে প্রিন্ট নিলেই হবে। তথ্য ও ছবি ডেটাবেজে এন্ট্রি এবং তা সংশোধনের কাজটিতে মাস খানেক লাগতে পারে।

৬. যেহেতু ছবি ভুল হওয়ার বিষয়টি খুবই বিপদজনক, তাই এ ধরণের ভুল রোধ করতে কয়েকবার ভোটারের কাছে গিয়ে তালিকা যাচাই করার প্রয়োজন হতে পারে। প্রথমে ছবিসহ খসড়া তালিকা মূদ্রণ করার পর ভোটারের নিকট তালিকা নিয়ে যেতে হবে। যদি দেখা যায় ছবি বদলে গেছে তাহলে সঠিক ছবিটিকে চিহ্নিত করতে হবে। একই ওয়ার্ডের মধ্যে ছবি বদলের সম্ভাবনা বেশী। ফলে তথ্য সংগ্রহকারী তালিকাতেই লিখে নিতে পারবেন যে কোন ভোটারের ছবি কার সাথে বদলে গেছে। কারো কারো ছবি হারিয়েও যেতে পারে বা ডিজিটাল ক্যামেরা থেকে মুছে যেতে পারে। তাদের ছবি আবার তুলতে হবে। ছবিসহ তালিকা টাঙিয়ে দিয়ে খুব একটা লাভ হবে না। খুব কম সংখ্যক ভোটারই নির্বাচন কমিশন বা ওয়ার্ড কমিশনারের অফিসে গিয়ে তাদের নাম, ঠিকানা ও ছবি ঠিকভাবে মূদ্রিত হয়েছে কিনা তা যাচাই করে আসবে। ছবিসহ খসড়া তালিকা নিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে তালিকা যাচাই করতে কমপক্ষে দেড় মাস সময় প্রয়োজন হবে।

৭. এরপর চূড়ান্ত তালিকা ও আইডি কার্ড মূদ্রণ করতে হবে এবং তাতে কমপক্ষে এক মাস লাগবে।

৮. আইডি কার্ড ভোটারের হাতে পোঁছে দেয়ার জন ২-৩ সপ্তাহ সময় লেগে যেতে পারে।

৯. আইডি কার্ড সম্পর্কিত অভিযোগসমূহ নিস্পত্তি এবং কেউ কার্ড না পেয়ে থাকলে তার জন্য আবার ছবি ও তথ্য নিয়ে কার্ড তৈরী করে দেয়ার জন্যও মাসখানেক সময় রাখতে হবে।

আইডি কার্ড করার সময় আরও দুটি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রত্যেক নাগরিকের জন্য একটি আইডি নম্বরের ব্যবস্থা করতে হবে। আইডি নম্বরটি পরবর্তীতে ব্যাংক একাউন্ট খোলা, জমি রেজিস্ট্রেশন, কর আদায়, অপরাধীদের ডেটাবেজ ইত্যাদি অসংখ্য ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে। তাছাড়া আইডি কার্ড হালনাগাদকরণ (ঠিকানা পরিবর্তন, জীবনাবসান ইত্যাদি তথ্যের জন্য) ও হারানো আইডি কার্ড আবার ইস্যূর ব্যবস্থাও থাকতে হবে। এর জন্য আলাদা সময় প্রয়োজন হবে না। কিন্তু এই দুটি বিষয় বিবেচনা না করলে আইডি কার্ডের ব্যবহার শুধু ভোটদানের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে এবং পরবর্তী নির্বাচনের পূর্বে আবারও নতুন করে আইডি কার্ড তৈরীর বিষয় আসবে।

উপোরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে সবকিছু ঠিকঠাক থাকলেও এবং সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে জোরালো ভূমিকা রাখা হলেও ভোটার আইডি কার্ড করতে দেড় বছর সময় লেগে যাবে। ভোটার আইডি কার্ড ও ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়নের মধ্যে সময়গত কোন পার্থক্য হবে না। দুই ক্ষেত্রেই একই ধাপগুলো পার হতে হবে। ছবি সহ তালিকা প্রণয়নে শুধুমাত্র আইডি কার্ড মূদ্রণের কাজটি করতে হবে না। এতো দীর্ঘ সময় ধরে অন্তবর্তীকালীন ও গণপ্রতিনিধিত্বহীন একটি সরকার শাসন ক্ষমতায় থাকাটা দেশের জন্য কোনক্রমেই কল্যাণকর হবে না। অনেকেই আশংকা করছেন যে তত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদকে প্রলম্বিত করে দেশে আরেকটি বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে গণতন্ত্রকে আরেকবার হত্যা করার একটি ব্লুপ্রিন্ট নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। তাতে ভোটার আইডি কার্ড একটি বড় ঘুটি হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। এ সকল বিষয় বিবেচনা করলে ভোটার আইডি কার্ড বা ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়েনের পর আগামী নির্বাচন করতে চাইলে তা হবে অত্যন্ত বড় ধরণের আত্মঘাতি সিদ্ধান্ত।

তবে ভোটার আইডি কার্ডের উদ্যোগটি একেবারে বন্ধ হয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। নির্বাচিত সরকারের জন্য বিষয়টি রেখে গেলে তারা এটি নিয়ে আর না এগুনোর সম্ভাবনা রয়েছে। আইডি কার্ড না হওয়ার সাথে ক্ষমতাশীন রাজনৈতিক দলগুলোর স্বার্থ জড়িত না থাকলে গত দশ বছরে দুদুটো জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার এ বিষয়ে উদ্যোগ নিতো। ভোট চুরি ছাড়াও সরকারী দলের নেতাদের সাথে আন্ডারওয়ার্ল্ড ও কালো টাাকার মালিকদের যোগাযোগের কারণে রাজনৈতিক সরকার আইডি কার্ডের ব্যাপারে উৎসাহী নাও হতে পারে। তাই এ প্রকল্পটির কাজ তত্বাবধায়ক সরকারের আমলেই শুরু করে দেয়া উচিৎ। এ সময়ে কাজ কিছুটা এগিয়ে থাকলে পরবর্তীতে তা বন্ধ করে দেয়া খুব সহজ হবে না।